যুবরাজের মার্কিন মুল্লুক সফর।

বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদ (বাঙ্গালী মুসলিম জাতিয়তাবাদ) অনুসারি রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র অধিকারী বিশেষ ভবনের মালিক এবং ছিড়া গেঞ্জি ও ভাঙ্গা সুটকেস অধিকারীর পুত্র এবং দেশের সব চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি বাংলার যুবরাজ ব্যক্তিগত সফরে টেক্সাস রাজ্য ও ওয়াশিংটন হয়ে বিগত ১৭ই মে নিউ ইয়ার্ক শহরে তশরিফ ফরমাইয়াছেন। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তিত্ব বা মন্ত্রী না হয়েও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। এহেন যবুরাজ বিগত ১৮ই মে দুপুরে নিউইয়ার্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ পরিদর্শন এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের সাথে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন। যুবরাজ কর্তৃক একচেঞ্জের চেয়ারম্যানের অফিস পরিদর্শনে চেয়ারম্যান ডেভিড থিয়াম নিজে গৌরবান্বিত বোধ করছেন জানিয়ে তাকে বাংলাদেশের হবু নেতা হিসাবে অভিহিত করে ”স্পেশাল মেডেল” প্রদান করেণ। সাধরণত বিশিষ্ট এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এলেই এই সংস্থাটি স্পেশাল মেডেল এবং তাদের জন্য মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজের আয়োজন করে থাকে।

খবরে প্রকাশ মার্কিন সরকারের গোপন আমন্ত্রনে যুবরাজ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমনে আসেন। ওয়াশিংটন পদার্পনে যুবরাজকে রাষ্ট্রীয় মর্যদা দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এফবিআই ও পেন্টাগনের বড় কর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মিটিংএ যুবরাজকে সহায়তা করেণ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স প্রধান ব্রিগেডিয়ার রেজাউল হায়দার। এফবিআই এর সাথে আলোচনায় সংস্থাটির কর্ম পরিচালনার পদ্ধতি এবং নিজ দেশের অপরাধ দমনে বাংলাদেশ কি ভাবে সংস্থাটির অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে তার ধারণা যুবরাজকে দেয়া হয়েছে। পেন্টাগনের সাথে আলোচনায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এবং বাংলাদেশের করণীয় বিষয় পরামর্শ দেয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোর্শেদ খান সহ যুবরাজ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রনালয়ের বড় কর্তাদের সাথে মিটিং করেছেন। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে যুবরাজ মার্কিন চেম্বার অব কমার্স এর নেতাদের সাথেও আলোচনা করেছেন। তিনি সিনেটের প্রভাবশালী সদস্য জন ম্যাক কেইন ও জোসেফ ক্রাউলির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। একই দিনে তিনি ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ইনষ্টিটিউট এবং সাউদ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ডাইরেকটর অব ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনষ্টিটিউট এর চেয়ারম্যানদ্বয়ের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের কোন এক রাজনৈতিক দলের একজন যুগ্ম সম্পাদককে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মর্যদা দেওয়া এবং দেশের সিকিউরিটির বিষয় আলোচনার পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এমতাবস্থায় যে কোন দেশ প্রেমিকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আলোচ্য যুবরাজ কি তাহলে বাংলাদেশের মার্কোস, কারজাই বা চেলাবী, আলাবি অথবা জাফরি হোতে যাচ্ছেন কিনা?

যুবরাজের অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিবাদমান দু’পক্ষ বিগত ১৮ই মের সন্ধ্যায় ম্যানহাটনে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (যেখানে যুবরাজ অবস্থান করছিলেন) দু’টি মিলায়তনে ভিন্ন দু’টি সভার আয়োজন করে। যুবরাজ এক সভায় উপস্থিত হলে অন্য সভার অনুগ্রহ প্রর্থীরা এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। বিবাদমান দুই পক্ষের ”মানি না-মানব না” শ্লেগান ও তার পাল্টা শ্লোগানের এক পর্যায় যুবরাজ রাগন্বিত স্বরে উল্লেখ করেণ যে, ঐ সকল শ্লোগান তার পছন্দ নয়। তিনি কথা বলতে চান একজন বাংলাদেশী হিসাবে, দলীয় পরিচয় নয়। অনুগ্রহ প্রার্থীদের আয়োজন থেকে প্রতিয়মান হয়, প্রবাসেও সুবিধা ভোগির বা দালালদের সংখ্যা কম নয়।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টার্ন কল্যান ফ্রন্টের যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক শ্রী সুভাষ মজুমদারের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল ঐ দিন রাতে যুবরাজের সাথে তার হোটেল কক্ষে সৌজন্য সাক্ষৎ করেণ। প্রতিনিধি দলের দাবীর প্রতি একাত্মা প্রকাশ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন পূর্ণ মন্ত্রী ও একজন সচিব নিয়োগের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন ও নেতৃবৃন্দকে মাতৃভূমির ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার এবং মার্কিন ধারায় আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। শ্রী সুভাষ মজুমদারের ভূমিকা থেকে মনে হয় ষড়যন্ত্রকারী ও সুবিধা ভোগি বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদীরা প্রবাসি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে।

সরকারের মন্ত্রী না হয়েও প্রধান মন্ত্রীর আওতাভুক্ত বিষয় বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে এবং মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা করে যুবরাজ আম জনতাকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামের দেশটি তার পৈতৃক সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তি রক্ষার্থে সংসদে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই পেন্টাগন ও এফবিআই এর সাহায্য কমনা করা তার পবিত্র দায়ীত্ব। যুবরাজের মত তৃতীয় বিশ্বে লোলুভ পোষ্য সৃষ্টি এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠ করা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির অঙ্গ।

সেতারা হাশেম ০৫/২৭/০৫